

জনাব আবেদ চৌধুরীকে বলছি

কুদ্দুস খান

আমার মনে হয়, এবার কৈফিয়ত দেবার সময় এসেছে। কেনবেরা অস্ট্রেলিয়া থেকে জনাব আবেদ চৌধুরী লিখেছেন, ভিন্নমতের বেশীর ভাগ লেখাই মানুষের বিশ্বাসে আঘাত হানছে এবং মানুষকে কষ্ট দিচ্ছে। আমি কুদ্দুস খান, ভিন্নমতের সম্পাদক। ভিন্নমত প্রকাশের আইডিয়া আমার নিজের ও একক। কষ্ট দেবার বা নিজের আইডিয়াকে চাপিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা নিয়ে ভিন্নমত প্রকাশ করি নি বরং আমাদের প্রতিপক্ষের আইডিয়ার সমমর্যাদা দেবার ইচ্ছা নিয়ে ভিন্নমত প্রকাশের অবতারণা।

আমি ও আমার স্বপক্ষীয় বন্ধুদের সমালোচনা করে জনৈক প্রতিপক্ষ লেখক বন্ধু বলেছেন, আমরা মুক্তমনা বা ননবিলিভাররা, প্রধান স্রোতধারা বা মেইন স্ট্রিমের মুসলিমদের থেকে অনেক দূরে। এবং আমাদের চিন্তাধারা বা লেখা একটি ছোট সার্কিটের মাধ্যমে ঘুর পাক খাচ্ছে, বেশী দূরে যাচ্ছে না। আমরা পরস্পর, পরস্পরকে বাহবা দিচ্ছি এবং নিজেরাই নিজেদের লেখা পড়ছি ও পরস্পরের পিঠ চুলকাচ্ছি। ব্যাপক মুসলিম জনতার মধ্যে এর কোন ইম্প্যাক্ট নেই। আবার কেউ কেউ আমাদের কে অতি মাত্রায় লিবারেল মনে করছেন। এসব অভিযোগের অনেক গুলোই সত্য, অবশ্য সত্য কথাটা সত্যিকার অর্থেই রিলেটিভ, বিধায় মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে। তবে এই টুকু মানতে আপত্তি নেই যে, ব্যাপক মুসলিম জনতার মধ্যে আমাদের লেখার আবেদন কম হয়, ও নিগেটিভ ইম্প্যাক্টই বেশী হয়।

আমি আমার ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতার কারণে ভিন্নমত পরিচালনা করছি। আমি চেষ্টা করব বিষয়টাকে ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে দূরে রাখতে। বাংলাদেশ পূর্ব পাকিস্তান থাকা কালীন সময়ে, বিশেষ করে আইয়ুব-মুনায়েমের শাসন কালে, প্রচার মিডিয়া অর্থাৎ রেডিও, টিভি বা সংবাদ পত্রিকা গুলোতে শুধুমাত্র আইয়ুব-মুনায়েমের গুণগান করা হত। বলা হত, আইয়ুব-মুনায়েম না থাকলে ইসলাম ও পাকিস্তান গোল্লায় যাবে, ইসলাম ধ্বংস হবে। তখন শক্তিশালী বিরোধী দল ছিল মুজিবের আওয়ামী লীগ। মুজিবের কোন কথা রেডিও টিভিতে প্রচার করা নিষেধ ছিল। এমনকি প্রায়শঃই শেষ রাত্রে পত্রিকা অফিসে পুলিশ হানা দিয়ে আইয়ুব বিরোধী বিশেষ বিশেষ খবর সংবাদ ছাপান বন্ধ করে দিত। সকাল বেলা আমরা দেখতাম পত্রিকার কয়েকটি কলাম সাদা রয়ে গেছে, কোন লেখা নেই।

মুজিবের আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম প্রধান বক্তব্য ছিল, মিডিয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা অর্থাৎ মিডিয়াকে সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে রাখা। কিন্তু মুজিব শাসন আমলে কি হয়েছে? তার শাসনের দেড় বছরের মাথায় সমস্ত মিডিয়া মুজিব সরকারের কঠোর নিয়ন্ত্রণে চলে গেল। মিডিয়া কঠোর হস্তে নিয়ন্ত্রণ করার সিদ্ধান্ত ভুল ছিল, আর মুজিব কে প্রাণ দিয়ে তার প্রমাণ করতে হল, তিনি মারাত্মক ভুল করেছেন।

তখন থেকেই আমার মনে হয়েছে মিডিয়ার স্বাধীনতা দরকার, আর সেটা দিতে পারে শুধু মাত্র ব্যক্তি মালিকানায় পরিচালিত কোন মিডিয়া। আর সম্পাদকের ক্ষমতা যত কম থাকে ততই ভাল। আমি আরও এক স্টেপ এগুতে গিয়ে বলার স্পর্ধা রাখি যে, সম্পাদকের পদটা তুলে দিয়ে একজন ম্যানেজার থাকলে কেমন হয়? হয়ত বা এই পদ্ধতিটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখার সময় এসেছে। ম্যানেজার পত্রিকা ম্যানেজ করবেন, তিনি এডিট করবেননা। কারণ, তিনি এডিট করা জানেন না। এ কথার সমালোচনায় হয়ত আবেদ সাহেব আমাকে অতি লিবারেল বলে বসবেন। আমি ভিন্নমতের স্বঘোষিত এডিটর, এডিটরের কার্যাবলী পালন করার চেয়ে আমি ম্যানেজারের দায়িত্বই প্রধানতঃ পালন করি। আমি লেখা গুলোকে ম্যানেজ করি, এডিট করিনা। লক্ষ রাখি, লেখা গুলিতে ভিন্নমত আছে কিনা অর্থাৎ দুটো লেখার যুক্তি পরস্পর বিরোধী কিনা। সে প্রসঙ্গে আমি পরে আসছি।

ধর্ম ভিত্তিক পাকিস্তান তার জন্ম লগ্ন থেকেই পূর্ব পাকিস্তান কে বিমাতা মনোভাব নিয়ে শাসন করতে শুরু করে। তাই পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সাথে সাথেই উর্দু রাষ্ট্র ভাষা করার উদ্যোগ নেন। যাই হোক, ধর্ম ভিত্তিক পাকিস্তানকে বিরোধিতা করে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে সময় লেগেছে ২৫ বছর। এই দীর্ঘ সময় পাকিস্তানের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিল আমেরিকা। বাধ্য হয়েই বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠায় সংগ্রামরত বুদ্ধিজীবী ও একটিভিস্টদের আন্তর্জাতিক সমর্থনের জন্য সোভিয়েতের সাহায্য নিতে হয়েছে। আর একারণেই এই সংগ্রামরত বিরাট সংখ্যক বুদ্ধিজীবী ও একটিভিস্টরা মার্ক্সীয় রাজনীতির দিকে ঝুঁকে পড়ে। সেই সময়ে এই মার্ক্সীয় বুদ্ধিজীবীদের বিরোধী পক্ষ, যদিও বা তাদের বিরোধীতা করে কথা বলার দরকার ছিল। এবং এভাবে এক সুস্থ রাজনৈতিক সমালোচনার পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারত। কিন্তু বাস্তবে এই সমস্ত একটিভিস্টদের নুন্যতম সমালোচনা করার কোন পরিস্থিতি তখন ছিল না। অতএব, এথেকে আমরা একথায় উপনীত হতে পারি যে, জাতিগত ভাবে প্রতিপক্ষকে সহ্য করার মতো ষ্টমাক বা সহনশীলতা আমাদের নেই। এই ষ্টমাক তৈরি করতে কাউকে না কাউকে উদ্যোগ নিতেই হবে। আর সেকারণেই ভিন্নমত : বিভিন্ন মতামতের লোকদের মত প্রকাশের

একটা ফোরাম তৈয়ারি করার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা এবং একে অপরের মতকে সহনশীলতার সাথে পর্যবেক্ষণ, পর্যালোচনা ও সমালোচনা করা।

আবার কেউ কেউ বলেন, সমস্যাটা শিক্ষিত ও শহুরেদের মধ্যে। বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে এখন ও বেশীর ভাগ লোক বসবাস করেন। তাদের মধ্যে মিডিয়া বা কোন পত্রিকার দরকার পড়ে না। এসব ছাড়া তারা ভালই আছে। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা ভিন্ন। গ্রামীণ পঞ্চায়েত শালিসে অথবা কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে সেখানকার অথারিটির বিরুদ্ধে কোন কথা বলতে দেয়া হয় না। অথারিটির বিরুদ্ধে বলার ট্রেডিশন বাংলাদেশের সমাজে প্রচলিত নেই। আমি লস এঞ্জেলসে বাঙালী সমাজে, বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানেও এর প্রচলণ লক্ষ্য করেছি। তাছাড়া, প্রচলিত নিয়মের বাইরে কেউ কথা বললে অথবা বাঙালীদের প্রচলিত নিয়মের বাইরে কেউ কোন কাজ করলেই, মনে করা হয়, সে ব্যক্তি উচ্ছন্নে গিয়েছে। কিন্তু এই প্রবাসী বাঙালিদের প্রতিবেশী আমেরিকান সমাজে এর বিপরিত ধারাটিই পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ, কারো উচ্ছন্নে যাওয়া নিয়ে সমালোচনায় ঘন্টা কাটায় না। তাহলে আবারো এখানে সেই একই কথা। ভিন্নমতে লোকদের কথা বলার সুযোগ দিয়ে একটি টলারেনসের বা সহনশীলতার অভ্যাস তৈরি করার প্রচেষ্টা। ভিন্নমতের ফোরামে অংশ গ্রহণকারীরা কি নিয়ে কথা বলছে, সেটা বড় কথা নয়, প্রতিপক্ষকে টলারেট করছে কিনা, সেটাই বড় কথা।

মুসলিমদের মধ্যে এই টলারেনসের বড় অভাব দেখা যায়। আমি জনৈক মারিয়া আলামিনের কথা বলছি। গুয়েতেমালার হিসপ্যানিক মারিয়া একজন সাংবাদিক। মারিয়া ডাক্তার হতে চেয়েছিল, কিন্তু হয়েছে সাংবাদিক। কারণ, সৌদি আরবের পুলিশ ও পাকিস্তানের পুলিশ মারিয়ার সাথে চরম দুর্ব্যবহার করেছে। ছাত্রাবস্থায় মারিয়া সামারে ক্লাস না নিয়ে কোরানের উপর লেখা পড়া করেছে এবং কোরানে বর্ণিত কিছু জায়গা বিশেষ করে মদিনা শরিফ দেখার জন্য সৌদি আরবে গিয়েছিলেন। জেদ্দা এয়ার পোর্টে তাকে পুলিশ এরেষ্ট করে এবং লাঠি-পেটা করে, কারণ তার পরনে ছিল স্কার্ট। মারিয়া বলতে চেষ্টা করেছেন, তিনি আমরিকার নাগরিক এবং তার স্কার্ট পরার স্বাধীনতা রয়েছে। পুলিশ এ কথা না শুনে, তর্ক করার অজুহাতে লাঠি-পেটা করেছিল।

মারিয়াকে বলা হয়েছিল এই ব্যবহারের সহিত ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। সৌদি আরব মূলত এ সকল সপ্তম শতকের আইনের ধারক বাহক। মারিয়া মডারেট মুসলিম দেশ খুঁজতে পাকিস্তানে গিয়েছিল। সীমান্ত প্রদেশের এক বিশ্ব বিদ্যালয়ে সালামত রুশদীকে সমর্থন করে কথা বলেছিলেন, কেননা মারিয়া মনে করে, প্রত্যেক মানুষের স্বাধীন ভাবে বক্তব্য পেশ করার অধিকার আছে। যদিও মারিয়া সালামত রুশদীর লেখার সহিত একমত পোষন করেন না। ফল হয়েছিল এই, ছাত্ররা তার জিহবা কেটে দিতে চেয়েছিল। মডারেট মুসলিম দেশের মডারেট পুলিশ তাকে রক্ষা করেছিল।

এরপর মারিয়া আলামিনা বিশ্বের সব চেয়ে আধুনিক মুসলিম রাষ্ট্র মালয়েশিয়ায় গিয়েছিলেন। মালয়েশিয়ার পুলিশ তাকে তার পুরুষ বন্ধুর সহিত এক রুমে থাকতে দেয় নি। মারিয়া আলামিনা ১৭টি মুসলিম রাষ্ট্র ঘুরে বেড়িয়েছিলেন এবং প্রায় ৫০০ শত আমেরিকান ও ইউরোপীয় মুসলমান ফ্যামিলির সাথে কথা বলে, ওয়াশিংটন পোস্টে একটি প্রতিবেদন লিখেছিলেন। এই প্রতিবেদন নিয়ে বিতর্ক চলেছে দেড় বছর। মারিয়ার আর মেডিকেল কলেজে যাওয়া হয় নাই। তিনি এখন ওরাশিংটন পোস্টে চাকুরি করেন।

আমি জানি, আমার ভিন্নমত ও এই লেখা মেইন স্ট্রিমের মুসলমানরা পড়বেন না। আমাকে কাউন্টার কালচারের কিছু লোক-জন নিয়েই ক্লোজ সার্কিটেই থাকতে হবে। এই লেখায় অনেকেই কষ্ট পাবেন। কিন্তু করার কি আছে! আমার শুধু একটাই আশা, মুসলিমদের মধ্যে যদি একটু টলারেনস হয়, যদি ভিন্ন সংস্কৃতির লোকদের কথা শোনার এবং নিজেদের কথা বলার প্রবনতাটা একটু বাড়ে, তা হলে যোগাযোগটা ভাল হয়।

আমেরিকাসহ পশ্চিমা বিশ্বের বাঙালী শিক্ষিত মুসলিমরা, যাদের আয় ৬০ থেকে ১০০ হাজার ডলারের মধ্যে, তারা একটি সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন জীবন পরিচালনা করেন। ইসলাম কে তারা তাদের মত পরিচ্ছন্ন দেখতে চান, চাওয়াটা ভাল কিন্তু তারা আমার মতই মুসলিম সমাজে মুসলিম মাইনোরিটি। ইসলাম বলতে সৌদি ওহাবি ইসলাম অথবা তালেবান ইসলামকেই বুঝায়। কারণ তারাই সংখ্যায় বেশি। লস এঞ্জেলসে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা মসজিদ খুলেছে, তারা সকলেই তাদের বাচ্চা-কাচ্চাদের মাদ্রাসায় পড়ানোর পক্ষপাতী। ইমাম সাহেব বলেছেন, যাদের স্ত্রীরা ইহুদি বা খৃষ্টানদের দোকানে কাজ করে ও হালাল দোকানে বাজার করে না, তারা দোজখে যাবে। আমি যতদূর জানি ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বা প্রফেশনাল চাকুরিজীবীদের অনেকেই লস এঞ্জেলসের হালাল দোকান থেকে অনেক দূরে থাকেন। শুধু আল্লায় জানেন, তাদের কি হবে! এই ফতোয়া যিনি দিয়েছেন, তিনি মক্কা শরিফে নামাজ পড়ান। কাজেই তাকে অশিক্ষিত মোল্লা বলে তুড়ি মেরে ফেলা দেয়াও কষ্টকর।